মাছ চাষে আমিষ-অর্থ উন্নয়নে প্রবৃদ্ধির শর্ত

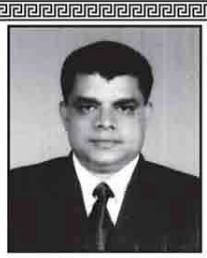

গৌতম কুমার রায়

আগে এ দেশে মাছ চাষ হতো না। জলের প্রাণি আপন নিয়মেই জলে বড় হতো। তবে সে সময়ে মানুষ কিংবা তার সামষ্টিক মুখের চেয়ে মাছের প্রাপ্যতা বেশি ছিল। ঘরের কোনা-কাঞ্চি পর্যন্ত জল ছড়িয়ে যেত। তাই জলের সাথে যেত মাছ এবং জলজ প্রাণিও। বিলে, ঝিলে, দীঘি, পুকুরে জল ছিল। নদী, হাওড়-বাওড়, মাঠে ময়দানে মিলতো অনেক জল। এসকল জলাধারে সংযোগ ছিল উজানের ভেসে আসা জলের সাথে। সড়ক যোগাযোগের পরিবর্তে নদী পথে ছিল সহজ যোগাযোগ প্রচলন। এখন নদী পথের কথা শুনলে ও পথে যেতে এ প্রজন্মের অনেকে ভয় পায়। অনেকেই সাঁতার শিখতে শহরের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটা শেখে। কিন্তু তখন নদী, পুকুর, বিল, ঝিল এর সাথে সময়ে যুদ্ধ কখনও মিত্রতা করে কখন যেন বাড়ীর ছেলে-মেয়েটা সাঁতার শিখে ফেলতো। এখন তার সবই কথায় আছে বাস্তবে শূন্য। দিন বদলে গেছে। রিসোর্স হারিয়েছে। নদীর পেটে বিশাল বালুর টিউমার। নদীর নিরব কান্না মায়া ছড়িয়ে দেয়। মৃত প্রায় নদী কারণ উজান দেশের বহু বাঁধ। খালগুলো দখলের বেদনায় বিষাক্ত জল বহন করতে গিয়ে জলজ প্রাণী হারিয়েছে অনেক রকমের। কিন্তু মাছ! হারিয়ে গেলেতো চলবে না। দিন দিন মানুষ এবং তা থেকে বেড়েছে মুখ। প্রতিদিন খাবারের থালায় আমিষের প্রধান উপকরণ মাছ রাখতেই হবে। নচেৎ আমিষ ছাড়া মানুষ জন্ম দেবে বিকলাঙ্গ নতুবা বধির শিশু। এমন শিশুর জন্ম হলে রাষ্ট্র এবং জাতির ঘাড়ে অহেতুক অপ্রকৃতিস্থ মানুষের ভার ঘাড়ে নিয়ে যন্ত্রণা সইতে হয়। কেননা খাবারের পাতে মোট পরিমাণ আমিষের ৬০ শতকরা যোগান আসে মাছের থেকে। যে কারণে মাছ এখন আর আপন নিয়মে বড় হয় না। এখন মাছেকে বড় করতে হয়। যেটা কিনা প্রযুক্তি বিলিয়ে। পদ্ধতিগত উপায় দিয়ে মাছ বড় হয়। এখন মাছ চাষ করতে প্রকৃতির উপরে নির্ভর করতে হয় না তেমন। কৃত্রিমতা দিয়ে সে কাজটা সম্পাদন করতে হয়।

মৎস্য বিভাগের আপ্রাণ চেষ্টায়, চাহিদার রিলে-দৌড়ে মাছ উৎপাদনে আসছে। হ্যাচারিতে কৃত্রিম উপায়ে ডিম বের করে পোনার চাহিদা মিটাতে হচ্ছে। যে জন্য মোট কৃষিজ আয়ের ২৩.৮১ শতকরা আসে মৎস্য খাত থেকে। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন কিংবা জিডিপি'র ৩.৬৫ শতকরা মৎস্য খাতের। দেশের মোট জনগোষ্ঠির মধ্যে ১.৮২ কোটি মানুষ মৎস্য সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়মিত নিয়োজিত থেকে আয় উপার্জন করছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে বিশ্বে ৫ম স্থান পেয়ে সফলতা পায়। কেননা মৎস্য খাতে শুধু মাছ উৎপাদনের লক্ষ স্থির করা হয় না এর সাথে বেকার জনগোষ্ঠির কাজের খাত সৃষ্টি এবং জলজ প্রজাতির সংকটাময় প্রজাতির বংশ ধরে রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখতে কৌশল নির্ধারণ করতে হয়। ইলিশ মাছের উৎপাদন এবং সহজ প্রাপ্যতায় কাজ করে সফলতা পেয়েছে মৎস্য বিভাগ। যা কিনা মনে রাখার মত। মৎস্য অধিদপ্তরের মহা পরিচালক মহোদয় এক নিবন্ধে তার বিভাগের কার্যক্রমের অগ্রগতিকে আরো বেগবান করতে এক পরিকল্পনার বিষয় ঘোষণা করেছেন। তার মতে, চাষের মাছ উৎপাদন ১৮.৬ লাখ মেট্রিক টন থেকে ৪৫ শতকরা এবং মুক্ত জলাশয়ের মাছের উৎপাদনকে ৯.৬১ লাখ মেট্রিক টন থেকে ১৮ শতকরা বৃদ্ধি করতে কাজ করছেন। ইলিশ মাছের উৎপাদন ৩.৫১ লাখ মেট্রিক টন থেকে আরো ২০ শতকরা বাড়িয়ে এবং সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন আরো ১৮ শতকরা বৃদ্ধি করতে উৎপাদন কৌশল হাতে নিয়েছেন। রপ্তানীযোগ্য হিমায়িত চিংড়ি হতে আয় ১.২৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা, কর্মসংস্থানের পরিধি বাড়িয়ে বেকার জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করা এবং মাছ চাষে ২৫ শতকরা মহিলার অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা। মৎস্য চাষি এবং মৎস্যজীবীদের আয় আরো ২০ শতকরা বৃদ্ধি করতে কাজ করছে মৎস্য অধিদপ্তর। এছাড়া দেশ-বিদেশে নিরাপদ মৎস্য খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি এবং তা নিশ্চিত করা।

এভাবে স্থির পরিকল্পনা করে যৌক্তিক পথে এগিয়ে গেলে জলের পরিপূর্ণ ব্যবহার করা গেলে এবং ভারতের পানি বন্ধের নায্য হি হিস্সা পেলে উৎপাদন বাড়বে। আর উৎপাদন বাড়ানো গেলে আর্থিক শক্তির প্রভাব আমাদের আমিষ এবং অর্থ দেশের অর্থনীতিতে অর্থাৎ জিডিপি'তেও পড়বে। যে জন্য সরকারের প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনা ও সঠিক পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবায়ন করা সহজ হবে।

গৌতম কুমার রায়
গবেষক, উদ্ভাবক (জৈব বালাই নাশক)
পরিবেশ ব্যক্তিত্ব।